মডিউল - ৯

বিষয়ঃ ‘প্রাচীন বাংলা’ ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ।

মিলন মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ

এস.আর.ফতেপুরিয়া কলেজ,বেলডাঙ্গ।

(১) কালসীমাঃ- প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমা হল আনুমানিক ৯০০ খ্রীঃ থেকে ১২০০ খ্রীঃ। কেউ কেউ ১৩৫০ খ্রী পর্যন্ত সময়কেও এই প্রাচীন বাংলার সর্বশেষ সীমা বলে মনে করেন ।

(২) প্রাচীন বাংলার নিদর্শনঃ ‘চর্যাপদ’

প্রাচীন বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন বৌদ্ধসহজ সাধকদের লেখা ‘চর্যাগীতি পদাবলী’ বা ‘চর্যাপদ’। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে এটি আবিষ্কার করেন ।

(৩) প্রাচীন বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (খ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গুলি নিম্নরূপঃ-

(১) প্রাচীন বাংলা চর্যাপদে পদের অন্তঃস্থিত স্বরধ্বনি বর্তমান ছিল। যেমন- ভণতি > ভনই । পুস্তিকা > পোত্থিআ> পোথী।

(২) প্রাচীন বাংলা ভাষার পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি আছে, কিন্তু দুটি মিলেমিশে একটি স্বরে পরিণত হয়নি। যেমনঃ – উদাস > উআস। এখানে উ, আ দুটি স্বরধ্বনি সন্ধিবদ্ধ হয়নি , পৃথক পৃথক আছে।

(৩) প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মাঝে শ্রুতিধ্বনি হিসাবে ‘য়’, ‘ব’ ধ্বনি এসে গেছে। যেমনঃ ‘য়’ আগম = নিকটে > নিঅডি > নিয়ড্ডি ।

(৪) প্রাচীন বাংলায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণধ্বনি সাধারণত ‘হ’- কারে পরিণত হয়েছে। যেমনঃ- মহাসুখ > মহাসুহ । কথন > কহন ।

(৫) প্রাচীন বাংলা ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপের প্রচুর উদাহরণ আছে । যেমনঃ সকল > সঅল । সরোবর > সরোঅর ।

(৬) প্রাচীন বাংলায় উচ্চারণের বা ব্যবহারে ‘ন’ এবং ‘ণ’ এর মধ্যে পার্থক্য ছিল না । তাই একই শব্দের বানানে কোথাও ‘ন’ কোথাও ‘ণ’ । যেমনঃ নাবী – ণাবী । নিয়- ণিব ।

(৭) প্রাচীন বাংলা ভাষায় শ, ষ , স – এই তিন শিস ধ্বনির উচ্চারণে বা ব্যবহারে পার্থক্য ছিল না । তাই একই শব্দের বানানে কোথাও ‘স’ ‘ষ’ হয়েছে । যেমনঃ শূন – সূণ । শবরী – সবরী । সহজে – ষহজে ।

(খ) রূপতাত্বিক বৈশিষ্ট্য গুলি নিম্নরূপঃ-

(১) প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতত্বগত একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, নাম পদে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ‘র’ বা ‘এর’ ব্যবহার । এই বৈশিষ্ট্যটি একমাত্র বাংলা ভাষাতেই মেলে । যেমনঃ রুখের তেন্তলি।

(২) প্রাচীন বাংলা ভাষায় করতিকারকে শূন্য বিভক্তি হয় – এখনকার বাংলার মতোই । যেমনঃ বলদ বিআএল।

(৩) প্রাচীন বাংলায় কর্মকারকে ও সম্প্রদানে ‘রে’ বিভক্তি বর্তমান । এটিও শুধু বাংলাতেই পাওয়া যায়। যেমনঃ তোহোরে অন্তরে।

(৪) প্রাচীন বাংলায় করণকারকে ‘তে’ , ‘তেঁ’ বিভক্তি বর্তমান। এটিও বাংলা ভাষার একটি নিজস্ব লক্ষণ । যেমনঃ সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই ।

(৫) প্রাচীন বাংকায় অধিকরণ কারকে ‘ত’ বিভক্তির প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এটি বাংলার নিজস্ব বিভক্তি। এছাড়া অধিকরণে ‘ই’ , ‘এ’ , ‘তেঁ’ প্রভৃতি বিভক্তিও আছে । যেমনঃ টালত ঘর মোর ।

(৬) প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে অনেক গুলি প্রবাদ প্রবচন আছে । যেগুলিকে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য বলে বিবেচনা করা হয় । যেমনঃ (ক) অপ না মাংসে হরিনা বৈরি।

(৭) প্রাচীন বাংলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শব্দদ্বিত্ব । যেমনঃ উঁচা উচা পাবত।